আশুগঞ্জ সার কারখানা কলেজ
দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা: ২০২১
বিষয়: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

সময়: ২ ঘন্টা ১০ মিনিট (সৃজনশীল প্রশ্ন) পূর্ণমান: ৫০

[বিদ্র: ডন পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমাণ জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।]

[যেকোনো ৭টি প্রশ্নের উত্তর দাও:]

১। ভারতীয়দের স্বায়ত্ব শাসনের দাবির মুখে এবং পর্যায়ক্রমে অধিকতর দায়িত্বশীল সরকার গঠনের লক্ষ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন পাস করা হয়।

ক. কোন আইনের মাধ্যমে ভারতে কোম্পানী শাসনের অবসান ঘটে? ১

খ. স্বদেশী আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন আইনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? এর প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩

ঘ. উক্ত আইনের মাধ্যমে দায়িত্বশীল সরকার কতটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছিল? আলোচনা কর। ৪

২। ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত একটি অঞ্চলের জনগোষ্ঠী তাদের দাবিদাওয়া সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে একটি রাজনৈতিক দলের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়। কিছু কাল অতিবাহিত হবার পর তারা দেখতে পায় সংশ্লিষ্ট দলটি শুধুমাত্র একটি বৃহৎ ধর্ম জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করছে। তখন ধর্মীয় ভাবে বিভক্ত অন্য ধর্মের গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ তাদের দাবিসমূহ সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য ভিন্ন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দল নিজ ধর্ম গোষ্ঠীর জনগণের স্বার্থরক্ষার সাথে সাথে শাষক গোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে দলটি তাদের ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি করেন। শেষ পর্যন্ত তারা নিজ ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক আবাসভূমি দাবি করেন।

ক. বঙ্গভঙ্গ কী? ১

খ. লাহোর প্রস্তাবের মূলকথা কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে রাজনৈতিক দলটির সাথে তোমার পঠিত যে রাজনৈতিক দলের সাদৃশ্য রয়েছে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির কারণে ভারতে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মতামত দাও। ৪

৩। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে আশা জেগে ছিল যে, এবার তাদের সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে। কিন্তু অচিরেই অর্থনৈতিক শোষন, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ও রাজনৈতিক বঞ্চনার কারণে তাদের হতাশায়-নিমজ্জিত হতে হয়। পরবর্তীতে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের এক পর্যায়ে সম্মোহনী নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন এক ব্যক্তিত্ব জনগনের অর্থনৈতিক মুকিত্ ও স্বাধীকারের কথা চিন্তা করে কয়েকটি দফার সমন্বয়ে একটি অনন্য কর্মসূচি প্রদান করেন। যা জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে বিবেচিত।

ক. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক কী ছিল? ১

খ. মুজিব নগর সরকারের গঠন লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সম্মোহনী নেতা কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচী কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচীর আলোকেই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে-বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। ফয়জুর রহমান ও মোরশেদ জামান বৃটিশ শাষিত ভারতবর্ষের দুজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। ফয়জুর রহমানকে গনতন্ত্রের মানসপুত্র বলে অভিহিত করা হয়। আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব ও উন্নত বচনভঙ্গীর অধিকারী ফয়জুর রহমান মন্ত্রিসভার একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও ছিলেন। অন্যদিকে, কৃষক দরদী নেতা মোরশেদ জামান বৃটিশ ভারতের উপেক্ষিত মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করেন। এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে পরবর্তীতে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা হয়।

ক. দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা কে? ১

খ. ফরায়েজী আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ফয়জুর রহমানের সাথে তোমার বইয়ের কোন নেতার মিল রয়েছে? তার রাজনৈতিক অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের ঐতিহাসিক প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের অব্যুদয়ের বীজ নিহিত ছিল? ৪

৫। সোহাগ ও জন দুই ভিন্ন দেশের নাগরিত হওয়া সত্ত্বেও কাজ উপলক্ষ্যে কানাডায় তারা একত্রে বাস করেন। সোহাগ জনের দেশের সংবিধান পাঠ করে জানতে পারে যে, জনের দেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। উক্ত সংবিধান আইন সভার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে শাসন বিভাগকে আইন সভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য করা হয়েচে। তবে জনের দেশের সংবিধান জনগণের মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

ক. বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ কয়টি? ১

খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনের দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের যে মিল পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সংবিধান কোন অর্থ জনের দেশের সংবিধান থেকে অধিক গ্রহণযোগ্য? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন মৌলিক দলিল।ক্ব রাষ্ট্রটি স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মধ্যে উক্ত দলিলটি রচিত হয়। দলিলটিতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ আছে। রাষ্ট্রটির মৌলিক দলিলটি জাতীয় প্রয়োজনে কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে।

ক. বাংলাদেশের সংবিধান কত তারিখে কার্য্কর হয়? ১

খ. বাংলাদেশের সংবিধানের একটি মূলনীতি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকেক্স রাষ্ট্র বলতে কোন রাষ্ট্রকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? উক্ত রাষ্ট্রটির মৌলিক দলিলের দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উক্ত রাষ্ট্রটির মৌলিক দলিল সংশোধনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। একজন বৃটিশ পর্যটক ঢাকায় একটি ঐতিহাসিক ভবন পরিদর্শন করে ডায়রীতে লিখেন, ÒএকজনÓ রাজনৈতিক ব্যক্তি ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগদেন। কিন্তু মুসলমানদের দূরব্যবস্থা ও অসহায়ত্ব দেখে ব্যথিত হন। তাই তিনি লোভনীয় সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে রাজনৈতিক বিষয়ে সাক্ষাৎ করেন। ঢাকার পাঁচটি প্রতিষ্ঠান তারই অবদানে প্রতিষ্ঠিত।Ó
ক. বাঙ্গালির ম্যাগনাকার্ট্য কাকে বলা হয়? ১
খ. বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক করেনটি বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বৃটিশ পর্যটক কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে ডাইরীতে লিখেন? তার দুটো রাজনৈতিক অবদান লিখ। ৩
ঘ. Òঢাকার পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার অবদানে প্রতিষ্ঠিতÓ-উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। একদিন সাইফুল সাহেব তার মেয়েকে নিয়ে বঙ্গবন্দু সেতু দেখতে যান। তার মেয়ে বললো, এই বঙ্গবন্ধু সেতুর জন্যই সিরাজগঞ্জ বিখ্যাত হয়ে থাকবে। তিনি বললেন, না এ অঞ্চলে এমন এক নেতার জন্মস্থান, যিনি বৃটিশ ভারতের কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠীয় বহু আন্দোলন করেছেন। শুধুমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও তিনি বৃহৎ কেটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন।
ক. দেশবন্ধু উপাধি দেওয়া হয় কাকে? ১
খ। ভাগ কর, শাসন কর নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কৃষকদের কল্যাণে তার অবদান আলোচনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক অবদান আলোচনা কর। ৪

৯। বাসার সাহেব একটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তিনি তার ক্ষমতার জোরে পরিবারের অনেক সদস্যকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেন। তার এই অন্যায় নীতির কারণে অনেক মেধাবীরা প্রতিষ্ঠানে চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়।
ক. গ্রীন হাউজ গ্যাস কী? ১
খ. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. বাসার সাহেবের কর্মক্রমে সমাজ জীবনে কোন সমস্যাটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা প্রতিহত করতে নাগরিক সমাজের করণীয় তোমার পাঠ্যসূচীর আলোকে মূল্যায়ণ কর। ৪

১০। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বৃটিশ সরকার একটি ঔপনিবেশিক অঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক অচলবস্থা নিরসনের জন্য তাদের একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে কতগুলো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ উক্ত অঞ্চলে প্রেরণ করেন।ক
ক. ৩রা জুন পরিকল্পনা কী? ১
খ. দ্বৈত-শাসন ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রস্তাবনার তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখ। ৩
ঘ. উক্ত প্রস্তাব গৃহিত না হওয়ার কারণ গুলো ব্যাখ্যা কর। ৪

১১। লিটন চৌধুরীওক্ত রাষ্ট্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা। সরকারের দমন পীড়নের বিরুদ্ধে তিনি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেন। সরকার ভীত হয়ে লিটন চৌধুরী প্রধান আসামী করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করেন।
ক. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান কী? ১
খ. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো ঐতিহাসিক মামলার সাদৃশ্য আছে কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা বাঙালি জনগণকে স্বাধীনতার প্রেরণা দেয়। বিশ্লেষণ কর। ৪